Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 283 - 301
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ঔপন্যাসিক শংকর ও বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাস

উজ্জ্বল মণ্ডল
গবেষক, স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : umondal0968@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword

জনপ্রিয়তা, পপুলার লিটারেচার, জনপ্রিয় উপন্যাস, পাশ্চাত্যে জনপ্রিয়তা, বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাস, বেস্টসেলার, জনপ্রিয়তার তাত্ত্বিকভিত্তি, শংকরের জনপ্রিয়তা ও সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিক।

Abstract

এখন 'জনপ্রিয়তা' নিছক একটা ঘটনা নয়, উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা। শংকরের বেশকিছু রচনাকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি। প্রথমেই আসে 'কত অজানারে' ও 'চৌরঙ্গী'র নাম। প্রথম জীবনে লেখা এই দু'টি উপন্যাসের বিচারে মণিশংকর মুখোপাধ্যায় অবশ্যই একজন 'জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক' বা 'পপুলার নভেলিস্ট'। পাশ্চাত্যে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ সমকালে উপন্যাসের দু'টি ধারা তৈরি হয়। একটি 'জনপ্রিয়' ধারা এবং অপরটি 'সিরিয়াস' উপন্যাসের ধারা। খুব নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও সমালোচকরা ১৯১৩ সালটিকে ধরে নিয়েছেন জনপ্রিয় উপন্যাসের জন্মলগ্ন হিসেবে। কারণ ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের (১৮৭১-১৯২২) 'আ লা রেশের্শ দুতঁ টেম্প পের্দু' (In Search of Lost Time) উপন্যাসটি ঐ বছর প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে জনপ্রিয়তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছিল বলে সমালোচকরা মনে করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 'জনপ্রিয় উপন্যাস'-এর এই ধারণাটা এসেছে অনেক পরে। তাকে ঘিরে কিছু বিতর্কের অবকাশও তৈরি হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় স্থিতিশীল পারিবারিক কাঠামোতে ভাঙন ধরলো। মানুষ হয়ে উঠলো সংশয়ী। আমরা বেঁচে আছি এটাই হয়ে গেল বিস্ময়! তাই এই সময়ের সিরিয়াস উপন্যাসের লেখকরা জোর দিয়েছেন মানুষের অন্তর্জীবনের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই তাদের উপন্যাসশৈলীতে কিছু বদল এসেছে। বদলে যাওয়া সেই ধারার ফসল হল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস (Psychological Novel), চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাস (Stream of Consciousness Novel), উদ্ভট উপন্যাস (Absurd Novel) ইত্যাদি। এই ধরনের উপন্যাসে আগা-মুড়ো-ল্যাজাবিশিষ্ট কোনো গল্প ছিল না। নিটোল গল্পের অভাবই সিরিয়াস উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। 'আসলে গল্প ব্যাপারটা খুবই জরুরী। কবি ভাবেন শব্দরূপ ও চিত্ররূপের ভিতর দিয়ে, নাট্যকার ভাবেন দৃশ্য চরিত্র। ঔপন্যাসিক ভাবেন গল্পের ভিতর দিয়ে। গল্প ও প্লট সাজানোয় চরিত্রগুলি শক্তি পায়। বক্তব্য দ্যুতি পায়। সবথেকে বড় কথা, ঠিকমতো বলা গল্প শুধু যে পাঠককে জানায় তাই নয়, তাকে ভাবায়ও বটে—ভিতরে ঢুকে পড়তে উত্তেজিত করে। আধুনিক বাংলা উপন্যাস তার সাক্ষী।' এই ধারার পাশাপাশি আরও একটা উপন্যাসের ধারা আত্মপ্রকাশ করলো। যাকে আমরা

'পপুলার স্ট্রিম' (জনপ্রিয় ধারা) বলে চিহ্নিত করতে পারি। অনেকে আবার জনপ্রিয় ধারাকেই সাহিত্যের 'মেন-স্ট্রিম' (মূল-ধারা) বলবার পক্ষপাতী। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধারণাটা অনেকটা সঠিক। স্বাধীনতা-পরবর্তী পাঁচ দশকের বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাস ও মূলধারার উপন্যাসকে আলাদা করা যাবেনা। এখানেই বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাস, বেস্টসেলার উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সব এক হয়ে গেছে। এমনকি শংকরের উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

Discussion

(১)

ইউরোপীয় উপন্যাস-তাত্ত্বিকেরা 'পপুলার লিটারেচার' (Popular Literature) বলতে মূলত পাঁচটি ভাষামাধ্যমকে (Language Medium) নির্দেশ করে থাকেন। সেগুলি হল— নিউজপেপার (Newspaper), ম্যাগাজিন (Magazine), জেনারেল অডিয়েন্স বুক্‌স (General Audience Books), ফ্রি-ওয়েবসাইটস্‌ (Free-Websites), ব্রডকাস্টিং সার্ভিসেস (Broadcasting Services)। এরমধ্যে 'কথা সাহিত্য' বিভাগটি পড়ে 'জেনারেল অডিয়েন্স বুক্‌স' - এর আওতায়। সেখানে বলা হয়েছে –

> "Books typically published by commercial publishing houses for a general or non-specialized audience. The most accademic of these will attempt to communicate significant research into terms with which a general audience educated at an undergraduate or even high school level might be familier and comfortable. These books also tend to provide overviews or summaries of significant sociological analysis, rather than communicating new or unique scholarship… Popular literature, any written work that is read, or is intended to be read, by a mass audience. In its broadest sense, popular literature may include best-selling nonfiction books, widely circulated periodicals, and certain kinds of digital texts. However, the term is typically used to refer to works of fiction that are distinguished from what is often called high literature, artistic literature, or simply literature. Since the late 20th century, works of popular fiction have often been classified as genre fiction and their purported opposite as literary fiction."[১]

অর্থাৎ সাধারণ বা অ-বিশেষ পাঠক বা শ্রোতাদের জন্য, বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থাগুলি দ্বারা প্রকাশিত বই। যার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার তেমন সম্পর্ক নেই। আবার লেখাগুলো একেবারে অশিক্ষিত মানুষের জন্যও নয়। শিক্ষিত একজন পাঠকই তা সহজে অনুধাবন করতে পারবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা বেড়েছে। ফলে পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে। যারা মোটামুটি শিক্ষিত, যাদের ভাবনায় তেমন গভীরতা নেই। অথচ প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে চটজলদি যেকোনো বিষয়ে সাধারণ একটা ধারণা করে নিতে তারা প্রস্তুত। দ্রুতপাঠ, দ্রুতজ্ঞান ও দ্রুতবিনোদন—সময়ের অভাবে মানুষ তড়িঘড়ি কার্যসিদ্ধির এই সরল পথ বেছে নিয়েছে। এধরনের পাঠকমন মানবজীবনের অন্তর্লীন কোনো উপলব্ধিকে স্পর্শ করতে পারেনা। মর্মস্পর্শী গভীর কোনো দার্শনিক ভাবনা থেকে তারা জীবনকে দেখার চেষ্টাও করেনা। তাদের সেই সময় কোথায়? আগ্রহ বা উৎসাহই বা কোথায়? ফলে পাঠজোগান দেওয়ার জন্য কিছু লঘুশ্রেণির সাহিত্য রচিত হতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে পাশ্চাত্যেও আলোচনা হয়েছে। লেসলি মুর্থা 'পপুলার লিটারেচার'- এর সংজ্ঞায় 'জনপ্রিয় কথাসাহিত্য' সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। যেমন— এক, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বাণিজ্যিক সাফল্যের কথাটা ভেবে নির্ধারিত কিনা! দুই, এই লেখার কিছু টার্গেট-রিডার (Target Reader) থাকবে। বাজারে কোনধরনের লেখার চাহিদা বেশি, কোনধরনের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে, সেটা মাথায় রেখে লেখা কিনা! তিন, অন্য কোনো শিল্প-সাংস্কৃতিক মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা রয়েছে কিনা!

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(২)

সাধারণভাবে জনপ্রিয় সাহিত্যের দু'টি ধারা লক্ষ গেছে। একটি ধারা সুচিন্তিত বাণিজ্যিক সাফল্যমুখী; কিন্তু তার মধ্যেও সুশিক্ষার ছাপ রয়েছে, জ্ঞানের গভীরতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেমন ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২), জে. কে. রাওলিং (১৯৬৫) এঁদের রচনা। অন্য ধারাটি রীতিমতো যৌনতার উত্তেজক বর্ণনা সমৃদ্ধ। যেমন—জেমস হেডলি চেজের (১৯০৬-১৯৮৫) উপন্যাস। এছাড়া আমেরিকান উপন্যাসে নিক কার্টার (Nick Carter) নামের কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই দু'ধরনের লেখাই জনপ্রিয়তা পায়, কিন্তু এই দু'রকমের সাহিত্যের পরিণতি আলাদা হয়। প্রথম ধারার সাহিত্য একবার পাঠ করবার পর দ্বিতীয় পাঠের অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ প্রাথমিক পাঠের পরে পাঠকের মনে কৌতুহল তৈরি করে, কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য পাঠককে দ্বিতীয় পাঠে প্রাণিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লেখাগুলো তাদের জনপ্রিয়তা হারায় না। বরং কালান্তরে অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ধারার উপন্যাসগুলো একবার পড়লে পাঠকচিত্তে দ্বিতীয় পাঠের আগ্রহ জাগায় না। কিন্তু ওই একবার পড়ে ফেলার নেশা পাঠককে পেয়ে বসে। ফলে প্রথম ধাক্কায় লেখাগুলি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু এইধরনের লেখাগুলো কালোত্তীর্ণ রচনা হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারেনা। আরও একধরনের জনপ্রিয় সাহিত্য রয়েছে। যেখানে তথ্য ও তত্ত্বের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। সমস্ত পাঠকের কাছে সেগুলি সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এইধরনের সাহিত্যকে আমরা 'চিরায়ত জনপ্রিয় সাহিত্য' বলতে পারি। যেমন, ফ্রেডরিক ফরসাইথের 'দ্যা ডে অব দ্যা জ্যাকল'; আর্থার হেইলির 'দ্যা ফাইনাল ডায়াগ্নোসিস্', 'দ্যা হুইলস্', 'ওভারলোড', 'স্ট্রং মেডিসিন', 'এয়ারপোর্ট'; ডন ব্রাউনের লেখা 'দ্যা ভিঞ্চি কোড' ইত্যাদি। এছাড়া স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, শ্রীমতী আগাথা ক্রিস্টির বেশ কিছু রচনা চিরায়ত জনপ্রিয় সাহিত্যের আওতায় পড়ে। এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে 'পপুলার লিটারেচার' বলতে যাকিছু বোঝানো হয়েছে সেখানে 'মাস' (mass) বা 'জনগণ' কথাটি বারবার এসে পড়ে। পাশ্চাত্য সমালোচক 'Popular Literature : An Introduction' আলোচনায় লিখেছেন,

> "Popular literature in its simpliest sense was that kind of literature that was excluded from the academian. It was not taught in school and university classrooms. Infact, it was not even literature. It was considered to be songs, stories, legends, fables (oral or written) and kitchen maid romances not worthy to be taught. But they still existed and were mass produced and consumed by the people and had a life of their own. Within its ambit were found a tradition of folk narratives and orature."[২]

তার মানে, জনপ্রিয় সাহিত্য বলতে সাধারণভাবে সেই সাহিত্যকে বোঝায়, যাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে রাখা হয়েছিল। কোনো স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এটি পড়ানো হয়নি বা সিলেবাসের পাঠক্রমভুক্ত করা হয়নি। আসলে এটা সাহিত্যও ছিল না। এটিকে গান, গল্প, কিংবদন্তি, উপকথা (মৌখিক বা লিখিত) এবং 'রান্নাঘরের দাসী রোমান্স' বলে মনে করা হত; যা অন্যকে হাতে কলমে শেখানোর উপযুক্ত বিষয় নয়। কিন্তু এই ধারাটি তখনও বিদ্যমান ছিল এবং সাধারণ জনগণের দ্বারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হত এবং সর্বস্তরের মানুষ গ্রহণ করত। কেননা সেখানে তাদের নিজস্ব জীবনচিত্র প্রতিফলিত হত। যার মধ্যে পাওয়া গেছে লোকআখ্যান ও বাগ্মীতার ঐতিহ্য বা গেয়-কথ্য-ধারা। আমরা বুঝলাম, জনগণ বা সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা সাহিত্যই জনপ্রিয় সাহিত্য। বহু সংখ্যক মানুষের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে গৃহীত হলে তবেই তাকে আমরা জনপ্রিয় সাহিত্য বলবো। যা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠক অবশ্যই পছন্দ করবে এবং কিনে পড়তে চাইবে। ইংরেজিতে জনপ্রিয় সাহিত্যের যতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া যাবে তার প্রত্যেকটাতে কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলি হল— এক, সাধারণ জনগণই এর পাঠক হবে। উচ্চশিক্ষিত না হোক, মোটামুটি শিক্ষিত মানুষেরা এই সাহিত্যগুলো পড়তে চাইবে; যাদের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত শিক্ষা বা চর্চা খুব গভীর নয়। ভাবনায় খুব একটা সূক্ষ্মতা নেই, আবার বিচারবুদ্ধিতে তারা একেবারে স্থুলও নয়। তাদের মধ্যে নৈতিকতার বোধ রয়েছে যথেষ্ট। দুই, সিরিয়াস উপন্যাস যেমন 'ক্রিটিসিজম্ অফ লাইফ' বা জীবন-সমালোচনা, জনপ্রিয় সাহিত্য কিন্তু তা নয়। সাময়িক চিত্ত-বিনোদন ও মনোরঞ্জনই জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অবসরযাপনের ছলে আসলে নিজেরই জীবনটাকে একটু-আধটু উল্টে-পাল্টে দেখা। তিন, জনগণের রুচি, অভিজ্ঞতা এবং বিনোদনের ধারণা যেমন সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়, তেমনি জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার

ছকও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ জনপ্রিয়তার মানদণ্ড আপেক্ষিক এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। উনিশ শতকে যে বিষয় জনপ্রিয় ছিল আজকের দিনে তা বিশেষ জনপ্রিয় নাও থাকতে পারে। আবার বিপরীতভাবে উনিশ শতকের সাহিত্যে যা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি আজকের সাহিত্যে তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। উনিশ শতকে বিধবা বিবাহ বিষয়টা যতটা জনপ্রিয় ছিল আজকের দিনে ততটা নয়। নরনারীর প্রেম, অবৈধ সম্পর্ক, অবারিত যৌনতা বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। যে কারণে বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'; বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে', 'সুখের কাছে'; রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড নোট' ইত্যাদি এতটা জনপ্রিয়তা পায়।

(৩)

আমাদের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গেও 'জনপ্রিয় উপন্যাস' পরিভাষাটি নিয়ে চর্চার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা 'সাহিত্য সংসদ' থেকে যোগেশচন্দ্র বাগলের সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে ইংরেজি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তার তৃতীয় খণ্ডে একটি প্রবন্ধ রয়েছে 'A Popular Literature Of Bengal' নামে। প্রকাশকাল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। এখান থেকেই আলোচনা সূত্রপাত ঘটাতে পারি আমরা। যদিও 'Popular Literature' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত বটতলার অশ্লীল ও নিম্নরুচির সাহিত্যগুলোকে ইঙ্গিত করেছেন। উনিশ শতকে 'বটতলা সাহিত্য' বলে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। বটতলায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত বই ছিল বৈচিত্রপূর্ণ। সেখানে নিম্নরুচির যৌনগন্ধী রগরগে প্যামফ্লেট ও রোমান্টিক আখ্যান যেমন ছিল, তেমনি উন্নতমানের সাহিত্যও ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের উপন্যাসের মধ্যেও এসব কুরুচিকর বিষয় লক্ষ করা গিয়েছিল। এরা 'বটতলা সাহিত্যে'রই উত্তরসূরী। সেই সব রচয়িতা ও রচনার নাম আজ সকলেই প্রায় বিস্মৃত। প্রকৃত সাহিত্যের দরবারে তারা স্থান পায়নি। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর রম্যরচনা 'ফিরে দেখা' থেকে 'বটতলা সাহিত্য' সম্পর্কে মজার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, -

> "শোভাবাজার অঞ্চলে ১৮১৫/ ১৬ সাল নাগাদ বিশ্বনাথ দেব নামের এক ভদ্রলোক ওদিকে একটা মুদ্রণ যন্ত্র বসিয়েছিলেন। কাছেই একটা পুরোনো বটগাছ ছিল। তাই বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ছাপা বইকে বটতলার বই বলা হত। কিছুদিনের মধ্যেই ওই এলাকায় আরও মুদ্রণযন্ত্র এবং পুস্তক প্রকাশকের আবির্ভাব হল। পরে ওগুলো লুপ্তও হল। কিন্তু স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ও পাড়ায় যাত্রাদলের দপ্তরের আশে পাশে এখনও দু-তিনটি বইয়ের দোকানের অস্তিত্ব আছে। বটতলায় নানা রকমের বই ছাপা হয়েছে, ধর্মের বই, দলিল লেখা, ইংরাজি শিক্ষা, গোপালন, ইত্যাদি সাংসারিক প্রয়োজনের বই ছাড়াও প্রচুর প্রহসন, এবং সামাজিক বিতর্কমূলক নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। রক্ষণপন্থী বক্তব্য যেমন ছিল, বটতলার বইয়ে প্রগতিশীল বক্তব্যও থাকত। রাধাবিনোদ হালদারের 'পাশকরা মাগ'-এ দেখি লেখাপড়া শেখা স্ত্রীর কারণে সংসারের দুর্ভোগ। এই বইয়ের প্রচ্ছদেই লেখা আছে— স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল/ পতি হয় পায়ের তল। চুলটানা বিবিয়ানা এরকম আর একটি। সে সময়ের কেচ্ছাকেলেঙ্কারি নিয়ে বহু বই ছাপা হত। শ্রীপান্থ তার কেশরের মোহান্ত এবং এলেকেশীর বৃত্তান্ত নিয়ে ৩৪টি বটতলার বইয়ের তালিকা দিয়েছেন। বটতলার বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলি ছিল বড়ো মজার। এখন মজা পাই, কিন্তু সে সময়ের প্রেক্ষিতে এগুলো মোটেই মজাদার ছিল না বরং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন— রিপু পীড়ন বড় কঠিন পীড়ন। রিপুদোষে মনুষ্য কী রূপ পাপ কর্ম করে এবং সন্ন্যাসীর কী রূপে রিপুজয়ী হইয়া শান্তিলাভ করে তাহা পাঠ পূর্বক নিজেকে শান্ত করুন। এটা 'গৃহশান্তি' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন। 'মনোরমা' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন— কামাখ্যাবাসী সুন্দরীরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কীনা করিতে পারে? পড়ুন কামিনীর কোমল করে এক রাতে পাঁচটি নরনারী হত্যা। মায়াবী উপন্যাসের বিজ্ঞাপন— 'স্ত্রীলোক একবার ধর্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে কী হয় দেখুন।' বটতলার পুরুষ প্রণেতারা নারী কলঙ্ক লিখতে বেশ ভালোবাসতেন। পাঁচকড়ি দে'র বিখ্যাত উপন্যাস—'নীলবসনা সুন্দরী' মনে করিয়ে দিই আবার। বিজ্ঞাপনে ছিল—'মন শক্ত করিয়া পড়িবেন। চমকপ্রদ ঘটনা প্রবাহে বারবার রোমাঞ্চিত হইবেন।' বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে বটতলাও নিজেকে পাল্টাতে শুরু করে। 'কালো মেয়ের কান্না' জাতীয় নাটকে মেয়েদের নিজস্ব বার্তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> শোনানো শুরু হয়। 'যৌবনের পথে'র বিজ্ঞাপনে দেখি—ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রমণীরা যে উপায়ে ইচ্ছামত ৫/৬ বৎসর অন্তর সন্তানধারণ করে তার উপায় জানুন, নারীগণের সুখের নিমিত্ত প্রকাশিত। আবার ফুলশয্যার রাতে কিরূপে স্বামীর সহিত কথা কহিবেন। কিরূপে স্বামীকে পত্র লিখিবেন কিরূপে স্বামীর মন পাইবেন তাহা জানুন। পড়ুন অক্ষয় লাইব্রেরীর অমর গ্রন্থ রাধাবিনোদ সাধু প্রণীত রমণীরতন। এইসব অমরগ্রন্থের দু-চার পিস কোনো কোনো লাইব্রেরিতে এখনও আছে। সুকুমার সেন, শ্রীপান্থ এবং পরবর্তী কালে অদ্রীশ বিশ্বাস বেশ কিছু বটতলার বইয়ের সুলুক সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রেসের মেশিনগুলোর নামকরণ হত। এরকম কয়েকটি যন্ত্রের নাম— সাহস যন্ত্র, শীলযন্ত্র, সুধাবর্ষণ যন্ত্র, নূতন যন্ত্র, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র এরকম সব। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যন্ত্রের অবস্থান ছিল গরানহাটা স্ট্রিটের ৯২ নম্বর ভবনে। ওদের প্রকাশিত বইগুলির নাম এরকম। নেশাখুরি কি ঝকমারী, পড় বাবা আত্মারাম, পান্তাভাতে ঘি, চোরের উপর বাটপাড়ি, কৌতুক শতক ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে— এই যন্ত্র সাধারণত হাস্যরসের সামগ্রী উৎপাদন করত।"[৩]

ফলে জনপ্রিয় মানে তাকে কুরুচিকর ও অশ্লীল হতে হবে; এমন একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে গেছে উনিশ শতক থেকে। তবে ইংরেজি 'বেস্টসেলার' এবং বাংলার 'জনপ্রিয়' বই এক নয়। গীতাঞ্জলি, পথের পাঁচালী, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সর্বক্ষণের 'বেস্টসেলার'; একই সঙ্গে জনপ্রিয় তো বটেই। কিন্তু সবস্তরের পাঠকের জন্য নয়। এগুলোর কোনোটাই কুরুচিকর বা অশ্লীলও নয়। ইতিমধ্যে 'জনপ্রিয় উপন্যাস' বলে একটি পরিভাষা তৈরি হয়েছে ইংরেজিতে। 'Popular-Novel' সম্পর্কে J. A. Cuddon লিখেছেন, -

> "A loose term for a novel which has a wide readership; it often carries sightly pejorative cannotations which suggest a middle-or low-brow 'audience' and imply that such a novel may not possess much literary merit. Many a best-seller, historical novel, novel of sensation, thriller and novel of adventure has been so described."[৪]

এ ধরনের সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আমরা অবশ্য বাংলা উপন্যাসকে বাঁধতে চাইছি না। কেননা জনপ্রিয়তা বহুমাত্রিক বিষয়; কোনো একটি একক বা একটি মাত্রা দিয়ে কখনোই তার বিচার করা সম্ভব নয়। বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে কেউই জনপ্রিয়তার উপাদানগুলো মাথায় রেখে উপন্যাস লেখেননি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরাবর সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাই পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার —এঁরা কেউই সচেতনভাবে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনায় হাত দেননি। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী লিখেছেন, মানুষ পড়েছে, বই বিক্রি হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বাংলায় 'পপুলার নভেল' বা 'জনপ্রিয় উপন্যাসে'র ধারণা তৈরি হতে সময় লেগেছে। বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় উপন্যাস নির্মিত হয়েছে একটা বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। ভারতে তথা বাংলায় সেই পরিস্থিতি আসে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। তার প্রাথমিক আভাস দেখা গিয়েছিল বিশ শতকের তিনের দশকে। তিনের দশক কেন? পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। বিশ শতকে তাদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। এক সময় বঙ্গদেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, মেয়েদের সংখ্যা ছিল আরও কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে শিক্ষা কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করে। কারণ গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। শহরে নতুন নতুন পেশার জন্ম হয়। তখনই জীবিকার সন্ধানে বহুসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে শুরু করে। শিক্ষিত মানুষেরা তাদের যোগ্যতামান অনুযায়ী রুচিশীল একটা চাকরির সন্ধান করতে থাকে। সেই সময় থেকে নাগরিক সংস্কৃতির একটা অলিখিত স্ট্যাণ্ডার্ড বা সামাজিক স্ট্যাটাস তৈরি হয়ে শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের অন্দরমহল পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। গৃহস্থ বাঙালি ঘরের মেয়েরাও এই সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক সাময়িক পত্রিকায় উপন্যাসের ধারাবাহিক পড়া তার মধ্যে একটা। এই অভ্যাসটা টিকিয়ে রাখতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে তখনকার দিনে প্রকাশিত এক বা একাধিক সাময়িক পত্রিকা। পত্রিকার পাতা ভরাবার জন্য ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার চল শুরু হল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। যে ধারাটি আজও বহমান। ১৯২১-২২ সাল নাগাদ নবীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। যাদের একত্রে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র পত্রিকা বলা হয়। যেমন বিজলী (১৯২০), কল্লোল (১৯২৩), সংহতি (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), ধূপছায়া (১৯২৭), উত্তরা (১৯৩২), ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলোতে পাশ্চাত্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করলো। সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় বাঙালিরা বাংলাভিন্ন অপরাপর বিদেশি সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হল। 'চেতনাপ্রবাহ রীতি'র লেখক মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, ডি. এইচ. লরেন্স —এঁদের একটা পাঠকশ্রেণি তৈরি হল। বাঙালি লেখকদের মধ্যেও অনেকে এঁদের মতো লিখতে চেষ্টা করলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ। কিন্তু সংখ্যাবিচারে বৃহত্তর একশ্রেণির পাঠক মনোরম প্লট ও গল্পের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকলেন। এমনই সময় ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হল 'দেশ' পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রকাশের সময় থেকে বাংলা উপন্যাস পাঠকদের মধ্যে তিনটি ভাগ তৈরি হল। একটি সিরিয়াস উপন্যাসের ধারা —যাঁরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র —এঁদের লেখা আঁকড়ে ধরলেন। দ্বিতীয়টি ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাসের ধারা—যেখানে মার্সেল প্রুস্ত, রঁমা রোঁলা, গল্‌সওয়ার্দি, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার'রা থাকবেন। অপরটি জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারা। সমালোচক বলেছেন, -

> "বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে তিনের দশকের অন্যতম তাৎপর্যময় ঘটনা ১৯৩৩-এর ২৪ নভেম্বর সাপ্তাহিক 'দেশ' সাহিত্যপত্রের প্রকাশ। ঐ দশকে বাংলা উপন্যাসে পাঠকদের মধ্যে দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছিল... দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক অথবা সংখ্যার বিচারে তাঁদেরই বলা যায় প্রথম শ্রেণি, তাঁরা সবচেয়ে বেশি মানসিক আশ্রয় পেলেন এই নতুন সাপ্তাহিকিটিতে। এই পাঠকদের কাছে উপন্যাস পাঠ ছিল মানসিক বিনোদন। আর অপরশ্রেণির কাছে সাহিত্যপাঠ ছিল মননের চর্চা।"[৫]

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিযান', রাধাচরণ চক্রবর্তীর 'স্বর্ণচারিণী, প্রবোধকুমার সান্যালের 'জয়ন্ত', কিরণবালা দাবীর 'ভদ্রার ভাগ্য', ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদয়াচল' ও 'শুচিস্মিতা', প্রিয়ব্রত চক্রবর্তীর 'অরণ্যানী', দীপ্তি দেবীর 'জয় পরাজয়', হিরণ্ময় সেনের 'দেনার দায়ে', বিমলাংশু প্রকাশ রায়ের 'গঙ্গা-যমুনা', ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'কোলাহল', রমেশচন্দ্র সেনের 'দীপক', মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানবদেবতা' ইত্যাদি। এই ধারাবাহিক রচয়িতাদের মধ্যে সকলেই যে ভীষণরকম পরিচিত তা কিন্তু নয়। কেউ কেউ হয়তো ভিন্ন কারণে পরিচিত, তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে নন। তবে এই তালিকার প্রত্যেকটি উপন্যাস সমকালে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ঔপন্যাসিকরাও বেশ পরিচিত ছিলেন সেদিনের পাঠকমহলে। সমালোচকের মতে, -

> "সেই সময়ের পাঠক আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতেন এই লেখাগুলির জন্য। এই উপন্যাসের কাহিনি, রুচি ও মূল্যবোধের মধ্যে পাওয়া যেত বাঙালি সমাজের অভ্যস্ত ভাবনাগুলির পরিপোষকতা। যেমন আদর্শ জননী, নারী-পুরুষের প্রেমসম্পর্ক; খানিকটা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও স্থান পেয়েছে লেখাগুলিতে—কিন্তু সর্বত্রই তার শেষ রক্ষা হয় —বিরহে অথবা পুনর্মিলনে। সুন্দরী নায়িকা, বেহিসেবী প্রেমিক পুরুষ, দারিদ্র্যের সঙ্গে সততার অভ্রান্ত সংযোগ, সততার পুরস্কার ইত্যাদি।"[৬]

'দেশ' কতৃপক্ষ প্রথমাবধি এই পত্রিকাটিকে সাহিত্যধর্মী একটি পত্রিকারূপেই প্রকাশ করেছিল। তাঁদের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যেই জনপ্রিয় উপন্যাসকে প্রকাশ করবার সচেতন অভিপ্রায় বজায় ছিল। সেজন্যই পত্রিকা কতৃপক্ষ প্রথম কয়েকটা বছর এখানে কোনো পরীক্ষামূলক উপন্যাসকে প্রকাশের সুযোগ দেয়নি। পত্রিকাটি যাতে সবধরনের শিক্ষিত সমাজে সাদরে গৃহীত হয়, আপ্রাণ সেই চেষ্টাই তাঁরা করেছিলেন। এছাড়া 'দেশ'-এর বিষয় নিয়ন্ত্রণের অন্যতম দিকটি ছিল লেখকদের নিয়মিত পারিশ্রমিক দেবার প্রথা। এই রীতি অন্যান্য অনেক পত্রিকার কর্ণধাররাও চালু করেছিলেন। কিন্তু তা 'দেশ'-এর মতো এতটা সুনিয়মিত ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সবকিছুর মতো সাহিত্যেরও কিছুটা পণ্যায়ন ঘটে। আমরা জানি শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের জন্য উপযুক্ত শ্রমমূল্য প্রত্যাশা করা পুঁজিবাদী সমাজের ন্যায়সঙ্গত বিধান। তাই সাহিত্যের কিছুটা অংশ এই পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে সাহিত্যের পণ্যশালায় পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এটাই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বাভাবিক। অর্থাৎ লেখাটাকে কিছুটা বাজারজাত করা হবে এটাই পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামোতে গড়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করেন। আমাদের দেশে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়পর্বে এমন একটা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এভাবেই তিনের দশক থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিপণন' বা 'মার্কেটিং' (Marketing) শব্দটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা পেতে শুরু করল।

এই সময়ে বাংলা পত্রিকার বাজারে তিনশ্রেণির পত্রিকার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেল। এক, বাণিজ্যিক পত্রিকা (Commercial Magazine); দুই, সাময়িক পত্রিকা (Little Magazine)। তৃতীয়শ্রেণির কথা পরে বলছি। 'বাণিজ্যিক পত্রিকা' বা 'কমার্শিয়াল ম্যাগাজিন' বলতে যেখানে লেখকরা পারিশ্রমিক পাবেন; এমনকি অগ্রিম কিছু টাকাও পেতে পারেন। তার বদলে তাকে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু শর্ত মেনে নিতে হবে। সেই শর্তানুযায়ী তিনি লিখবেন। আর 'সাময়িক পত্রিকা' বা 'লিটিল ম্যাগাজিন'-এর লেখকরা তাঁদের লেখাটা লিখবেন। পত্রিকার তরফে তাঁকে কোনো শর্ত মানতে হবেনা; স্বাধীনভাবেই তিনি লিখবেন, ভালো লেখা বিবেচনা করে সম্পাদক লেখা ছাপাবেন। কিন্তু বিনিময়ে লেখক কোনো পারিশ্রমিক পাবেন না। যেমন - সরলা দেবীর 'ভারতী', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়', বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' ইত্যাদি পত্রিকা। এবারে আসি তৃতীয়শ্রেণির পত্রিকার কথায়। পূর্বোল্লিখিত দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি ধারা ছিল; সেখানে লেখকদের সামান্য কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করলেও পত্রিকা সম্পাদক লেখকের লেখার বিষয়, লেখার ধরন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা', জলধর সেনের 'ভারতবর্ষ', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' ইত্যাদি ছিল তেমনই তৃতীয়শ্রেণির সাময়িক পত্রিকা। 'দেশ' পত্রিকাও অনতিবিলম্বে এই পথে হাঁটল। শংকর নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়েছিলেন। পাশাপাশি অনিয়মিতভাবে হলেও মাসিক বসুমতি, গণশক্তি, সাপ্তাহিক বর্তমান, আজকাল ইত্যাদি পত্রিকা থেকেও তিনি লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ছবিটা বদলে যায়। নিজস্ব অর্থাৎ দেশীয় অর্থনীতির উপর জোর দিতে চাইলেন কংগ্রেস পরিচালিত ভারত সরকার। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি বদলে গেল, ভারী শিল্প অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠলো, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালতের সংখ্যা বাড়লো। অন্যদিকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আমাদের দেশের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠলো। শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-নাগরিক শ্রেণির উদ্ভব হল। এই সময়ের বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা তিনধরনের চিন্তাধারায় ভাবিত হতে শুরু করলেন। প্রথমত, 'দেশ'-এ প্রথম দু'বছরে যাঁরা অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তাঁরা দুর্বল লেখক বলে অচিরেই হারিয়ে গেলেন। যেমন—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' ইত্যাদি উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্রের ধারেকাছেও এঁরা ঘেঁষতে পারলেন না। আবার হত্যাকাণ্ড ও গোয়েন্দাকাহিনি শিশুসাহিত্যে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হলেও বাঙালি পাঠকের মননের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে চলতে পারলো না। চাণক্য সেন কিছু রাজনৈতিক উপন্যাস লিখে সাময়িক জনপ্রিয়তা পেলেন। কিন্তু তাও বাঙালির মনে ধরলো না। পরবর্তীকালে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রত্যেকটিই খুব সিরিয়াস লেখা। জনপ্রিয় না হলেও বিদগ্ধমহলে সেগুলো যথেষ্ট আলোচিত। দ্বিতীয়ত, একটা গোষ্ঠী পাঠকের মনোরঞ্জন বা জনপ্রিয়তাকে তোয়াক্কা না করে নিজস্ব প্রতিভার জোরেই লিখে গেলেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমরেন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র সেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মনোজ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মন, কমলকুমার মজুমদার, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অসীম রায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে সেই ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন গুণময় মান্না, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী— এঁরা। মনে রাখতে হবে এঁদের মধ্যে কেউই 'দেশ'-এর লেখক নন। তৃতীয়ত, বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের স্ট্যাণ্ডার্ড খুব উন্নতমানের না হলেও একেবারে নিম্নরুচির হয়ে যায়নি। কারণ প্রথমাবধি বাংলা উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা ছিলেন শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-নাগরিক শ্রেণিভুক্ত। তাদের গড়-পড়তা শিক্ষার মান প্রবেশিকা থেকে স্নাতক পর্যন্ত। পেশায় তারা শিক্ষক, কেরানি, ইত্যাদি। তারা তাদের সাহিত্যে নিজেদের প্রতিবিম্বিত হতে দেখে খুশি হলেন। তারা চাইলেন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজটা সর্বাঙ্গীন ভাবে উঠে আসুক তাদেরই সাহিত্যের পাতায়। নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট, সংকট মোচনের ইতিবৃত্ত; কিছুক্ষেত্রে নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছার কাল্পনিক পূর্ণতাপ্রাপ্তি সবই ধরা থাকুক সেই সাহিত্যের পাতায়। এবং সর্বোপরি নিটোল একটা গল্প মানুষ উপভোগ করতে চাইলেন অবসর সময়ে। এর মধ্যেই এসে পড়লো বিশ্বায়ন। ১৯৫০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বায়নের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল বাঙালি। ফলে তাদের রুচি এবং মূল্যবোধের মধ্যে একটা শালীনতা বজায় ছিল। বিশ্বায়নের হাওয়া গায়ে লাগতেই তাদের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হল। সততার জায়গা থেকে তারা অনেকটাই সরে এলো। দৃষ্টান্ত বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম দুই দশক একটা গোষ্ঠী বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, প্রেম, ভোগবিলাস, আভিজাত্য ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করতে পারেননি। লেখকরাও উঠে এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। সুতরাং তারা সৎসাহিত্য লিখেই পাঠক সমাজে জনপ্রিয় হতে চাইলেন। সাহিত্যগুণসম্পন্ন ভালো লেখাকেই তারা জনপ্রিয় লেখা বলে মেনে নিলেন। তাই বাংলা 'জনপ্রিয় উপন্যাস' বলতে আমরা এখন বাংলা উপন্যাসের মূলধারাটিকেই বুঝি। যে ধারায় বেশিরভাগ বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছে বা এখনও লেখা হচ্ছে। বলা হয়, '...বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয়তার নিরিখ সাহিত্যে একটি কুশলী বিনির্মাণ। এর সঙ্গে কোনো স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় জড়িত নেই, রয়েছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং প্রকাশনার মান্য একটি অংশ। কাজেই জনপ্রিয়তা নিছক একটি ঘটনা রইলো না, তার নন্দনতত্ত্ব বিনির্মাণের আবশ্যিকতা দেখা দিল।'[৭] তবে রঁলা বার্তের 'পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্বে'র (Reader Response Theory) কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। যেখানে তিনি বারবার মনে করান, সকল লেখকই শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে পৌঁছতে চান। এসব তো গেল তত্ত্বকথা। বাস্তবতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। প্রচেত গুপ্ত ও স্মরণজিৎ চক্রবর্তী সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জনপ্রিয়তম গদ্যশিল্পী। তাঁরা অবশ্য জনপ্রিয়তার নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বকে মানতে নারাজ। প্রচেত গুপ্তের মতে, -

> "লেখা পাঠক পড়বে কিনা, সেটা আবার পরে জনপ্রিয় হবে কিনা, তা কিন্তু কোনও ফরমুলা দিয়েই বোঝা যায়না। আমার মনে হয় না সেটা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাবতেও পারেন। যদি ভাবা যেত, যে অমুক লিখলে পাঠক পড়বে, তাহলে সকলেই কোনও না-কোনও ভাবে চেষ্টা করত। এটা এভাবে করা যায়না। এটা ভেতরে থাকে। পাঠকের সঙ্গে লেখার মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে হয়।"[৮]

অন্যদিকে স্মরণজিৎ চক্রবর্তী মনে করেন, -

> "...একটা বিশাল শ্রেণিগোষ্ঠীর মধ্যে কোথাও এমন একটা কমন কর্ড আছে, যে তারে হাত পড়লে সকলেই একসঙ্গে ঝনঝন করে বেজে ওঠে। সেই তারে যে-যে হাত দিতে পারেন, তিনিই বহু মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারেন। জনপ্রিয়তাও আসলে এক রকমের কমিউনিকেশন যে, কতজন আমার সঙ্গে একাত্ম বোধ করছেন, আমার অভিজ্ঞতাকে তাদের নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছেন... কোনও লেখা জনপ্রিয় হবে কি না, তা তো আমার হাতে নেই।"[৯]

তাহলে আমরা ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় এলাম। জনপ্রিয়তা লেখকের হাতে নেই। পাঠক পছন্দ করলে তাঁর বই বিক্রি হবে, তিনিও জনপ্রিয়তা পাবেন। কোনো তাত্ত্বিক সীমানার মধ্যে জনপ্রিয়তার জাদুকাঠি লুকিয়ে আছে এমনটা ভাবা অনুচিত। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে বেশকিছু লেখক অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, এবং অদ্যবধি তাঁরা জনপ্রিয়তার শিখরে অবস্থান করছেন। সুতরাং কিছু একটা 'কমন কর্ড' তাঁদের মধ্যে আছে একথা অস্বীকার করবার জায়গা নেই। কিন্তু সেটা কী তা নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব।

(৪)

এখন আমাদের প্রশ্ন শংকর জনপ্রিয় কেন? তিনি কোনো রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছিলেন? না। প্রকাশনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুব ভালো ছিল? হ্যাঁ। তিনি কি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে যুক্ত ছিলেন? না। কিন্নর রায় মনে করেছেন, শংকরের জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে তাঁর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। শংকরের গদ্যলেখা নিয়ে বলেছেন, -

> "ভাষায় কোথাও জটিলতা নেই। খুব সিম্পল ভাষা। খুব সহজ ভাষা এবং ছোটো ছোটো, কাটা কাটা সেনটেন্স। যেভাবে আমরা খবরের কাগজে পড়তে অভ্যস্ত সেরকমই। সেখানে কোনো তথাকথিত সাহিত্যের যে মারপ্যাচ হয়, ভাষার জাগলারি যাকে বলে, সেসব কিচ্ছু নেই।"[১০]

জনপ্রিয়তাকে আমরা নানাভাবে দেখতে পারি। যেমন, একজন লেখক খুব ভালো লেখেন, তাই সবাই তাঁর লেখা পড়তে চান। তাঁর বইও অনেক বিক্রি হয়। উপহার হিসেবেও সেগুলো দান করেন সাহিত্য প্রেমীরা একে অপরকে। আবার এমনও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয় যেখানে লেখক বেঁচে থাকাকালীন নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছেন না। পরবর্তীকালে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যেমন- জীবনানন্দ দাশ কবি হিসেবে তাঁর জীবদ্দশায় ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী ও সাতটি তারার তিমির ইত্যাদি বই প্রকাশ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তাঁর লেখা অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়; ভালো অনেক কবিতা অগ্রন্থিত হয়ে থেকে যায়। আবার খুব আশ্চর্য হতে হয়, যখন তিনি তাঁর উপন্যাসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চলে যান। কবির মৃত্যুর পর সেগুলো প্রকাশ করেন আরেকজন কবি ভূমেন্দ্র গুহ (১৯৩৩-২০১৫)। ২০০৫ সালে 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনী থেকে 'পাণ্ডুলিপির কবিতা' (১৪ খণ্ড) নামে ছাপা হয়। উপন্যাসের মধ্যে মাল্যবান, সুতীর্থ, বাসমতীর উপাখ্যান, কারুবাসনা, চারুবাসনা ইত্যাদি এখন অসম্ভব জনপ্রিয় এবং রীতিমতো গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিসত্তার গভীরে প্রবল শক্তিশালী একজন ঔপন্যাসিক লুকিয়ে ছিলেন। অথচ অজ্ঞাত কোনো কারণে তিনি তা প্রকাশ করতে চাননি। শংকর কখনও এমনটা করেননি। বইয়ের প্রচারের জন্য যা-যা করবার তিনি তাই করেছেন। তাঁর জগৎ ছিল সম্পূর্ণভাবে কর্পোরেট চাকরির জগৎ। তাই বই বিক্রি করবার 'মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি'টা তিনি ভালো করে জানতেন। সেই পরিকল্পনা থেকেই 'স্বর্গ-মর্ত-পাতাল'; 'এক ব্যাগ শংকর'; বা 'তনয়া'র মতো বই প্রকাশ করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি পাঠকের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। খুব সাধারণ পাঠককেও তাঁর বই সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, বা দেবেশ রায় —এঁরা যদি উপন্যাসের প্রচার বা বিজ্ঞাপন নিয়ে উদ্যোগী হতেন, কিম্বা প্রকাশকের তরফে তাঁদের বইগুলো পাঠকের সামনে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হত তাহলে হয়তো তাঁদের বইয়ের বিক্রি একটু বাড়তো। আবার অসীম রায়, মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় —এঁদের লেখাও খুব বেশি বিক্রি হয়না। কিন্তু বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের লেখা পছন্দ করেন এবং এঁদেরকে লেখক হিসেবে খুবই সম্মান করেন। কিন্তু লেখাটা পাঠকের কাছে সময়মতো পৌঁছলো কিনা সেটা নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাতে চাননি। শংকর শেখালেন শুধু লিখলেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না; লেখাটাকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, সেই চেষ্টায় যেন কোনো খামতি না থাকে তা মাথায় রাখতে হবে। অসাধারণ তাঁর 'মার্কেটিং সেন্স'। নইলে কোভিড মহামারীর সময় সকলে যখন হতাশাগ্রস্ত, বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষের পেশা বদলে যাচ্ছে— মানুষ নিজস্ব পেশা ছেড়ে অন্য কোনোভাবে রোজগারের পথ খুঁজছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় ছেড়ে ভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত হচ্ছে। সেই কঠিন সময়ে শংকর একটুও হতাশ না হয়ে, একটুও বিচলিত না হয়ে, সময় নষ্ট না করে লিখে ফেললেন মহামারি নিয়ে আস্ত একটা বই। ২০২০ সালেই প্রকাশিত হল 'দুঃসময়ে দিনলিপি'। যেমন তার নামকরণ, তেমন তার বিষয়। বাজারে আসতে না আসতেই বিক্রি হয়ে গেল। পরবর্তী বইমেলা ঘুরতে না ঘুরতে সংস্করণ, প্রচ্ছদ সবই বদলে গেল। তিনি প্রমাণ করলেন দুঃসময়েও অসাধারণ বই লেখা হতে পারে, প্রকাশিত হতে পারে। নিতান্ত সুখপাঠ্য ও আনন্দময় রচনা 'দুঃসময়ের দিনলিপি'। বলাবাহুল্য এই ধরনের বই আগে কখনও লেখা হয়নি। এই বইয়ে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে রম্যরচনা সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলাসাহিত্যে আগে কখনও হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই বইয়ের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, -

> "সুসময় ও দুঃসময় নিয়েই মানুষের জীবন। কিন্তু দুঃসময়েই সব মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যুগে যুগে। দুঃখ দিনের বিজয়ী বীররাই তা বলে গিয়েছেন, সতত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের চেষ্টার নামই জীবন।"[১১]

সম্প্রতি মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ২০২১, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় পার্থ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন শংকরের 'দুঃসময়ের দিনলিপি' বইটি সম্পর্কে। তাঁর মতে এই গ্রন্থটি, 'সমাজ গবেষকদের কাছে অসম্ভব জরুরি একটি বই।' যার প্রতিটি পাতায় উঠে আসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতো মানুষদের কথা। যাঁদের কলমে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গোটা একটা সময়পর্ব। 'দুঃসময়ের দিনলিপি' এক অনন্য সাহিত্যকর্ম; যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। মহাদুর্যোগ, মহামন্বন্তর, মহামারী, অতিমারী আগেও এসেছে সভ্যতার শেষ টানতে, কিন্তু কোনো শক্তিই সফল হয়নি সমকালের দুঃসাহসী মানুষদের স্তব্ধ করতে। যুগে যুগে বেপরোয়াদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সমকালের সেবাব্রতী সন্ন্যাসী ও সেবিকারা, নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক, প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ও দূরদর্শী গবেষকদের একটা অংশ। তাদের দূরদৃষ্টি, সাধনা, ত্যাগ ও প্রতিভাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কবি, লেখক ও পণ্ডিতেরা

এই দুঃসময়ে কী করেন? স্বর্গলোকের দেবদেবীরা এবং প্রাচীনকালের প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরাও এই সময়ে কী ভেবেছেন? কী পরামর্শ দিয়েছেন? জগতের মঙ্গলের জন্য কী করেছেন? তারই বহুপ্রতীক্ষিত বঙ্গীয় বিবরণ শংকরের এই দিনলিপি। একই মলাটের মধ্যে নানাবিধ সংবাদ ও স্বপ্ন ইত্যাদি সংগৃহীত, আলোচিত এবং নিবেদিত হয়েছে। দুঃসময়ের কথা হলেও অসামান্য সুখপাঠ্য শংকরের এই সর্বাধুনিক সাহিত্য প্রচেষ্টা। কখনও ইতিহাস কখনও ভূগোল কখনও পুরাণ, কখনও অতীতের বিশিষ্ট লেখকরা এই রচনায় উপস্থিত হয়েছেন যা পাঠক-পাঠিকাদের বিস্মিত করবে। একই সঙ্গে পুনর্জীবিত হয়েছেন কয়েকজন অবিস্মরণীয় পুরুষ ও নারী। যাঁদের ত্যাগ, সাধনা ও সাহসে আমাদের এই জন্মভূমি সকলের আরাধ্য হয়ে উঠেছে। শংকরের এই রচনা আগেকার সমস্ত লেখা থেকে একেবারেই আলাদা। বাংলা সাহিত্যে দিকচিহ্ন হিসেবে এই বই সমাদৃত হবে সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ২০০৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের ১৪০ বছর পর তিনি লিখলেন 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ'। একুশ শতকের শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছে তিনি এরকম বেশ কিছু বই লিখছেন। যেমন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরহস্যামৃত (১৯৯৮), আমি বিবেকানন্দ বলছি (২০০৮), অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ (২০১০), আশ্চর্য বিবেকানন্দ (২০১৪), একাদশ অশ্বারোহী (২০১৬), আহারে অনাহারে বিবেকানন্দ (২০১৭) ইত্যাদি। বইয়ের নাম ও বিষয় থেকে মনে হতে পারে, বৃদ্ধ শংকর হয়তো ধর্মে মন দিয়েছেন, সেজন্যই সারাক্ষণ বিবেকানন্দ চর্চা করছেন। কিন্তু এমনটা ভাববার অবকাশ তিনি দিলেন না। জানালেন, -

> "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেও সেই অর্থে কিন্তু ধার্মিক নই। আমি দেখেছি মহাপুরুষদের জীবন সম্পর্কে মানুষের খুব আগ্রহ। শুধু তাদের ধর্ম-দর্শন নয়, তাদের ছোটোবেলা, খাওয়াদাওয়া, তীর্থযাত্রা এইসব বিষয় জানতে চান পাঠক। এক কথায় গল্প চান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী খেতে ভালোবাসতেন বা স্বামীজি কতটা খাদ্যরসিক ছিলেন পড়তে কার না ভালো লাগে? তাই এখন এই দিকটা নিয়েই চর্চা করছি।"[১২]

এই হল বইয়ের বিষয়ভাবনা এবং বই বিক্রি হওয়া নিয়ে শংকরের চিন্তাধারা। তবে সেজন্য তাঁকে কখনও কোনো ক্ষমতার কেন্দ্রে যেতে হয়নি। সাম্প্রতিক কালের মতো সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে থাকার প্রশ্নই আসেনা। কখনও কোনো সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। কখনও তিনি কোনো খবরের কাগজ বা সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছেন বলেও জানা যায়না। কোনোরকম রাজনৈতিক সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করেননি। তবে সকলের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বাম আমলে অনিল বিশ্বাস ও বিমান বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল বলেই জানা যায়। আমরা জানি এই অনিল বিশ্বাস ও বিমান বসু দুজনেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া শংকর গণশক্তিতেও লিখেছেন। অর্থাৎ আনন্দবাজারে লিখছেন আবার গণশক্তিতেও লিখছেন। খবরের কাগজে দেখেছি ভারতীয় জনতা পার্টির যে রাজনৈতিক উইং; তারসঙ্গেও শংকরের একটা নিবিড়তা তৈরি হয়। এখন সেই নিবিড়তা শেষপর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে কিনা! বা তাঁকে রাজনীতির পথে নামালো কিনা সেটা আমরা দেখতে পাইনি। নেমেছেন বলে আমাদের মনে হয়না। ছাপোষা গৃহস্থ বাঙালি হিসেবে সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্যই হয়তো সকলের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন, আবার একইসঙ্গে একটি নিরপেক্ষ ইমেজ ধরে রাখবার চেষ্টাও করেছেন। শাসকঘনিষ্ঠ তোষামুদে সাহিত্যিকদের যে দলটাকে আমরা আজকে স্পষ্টতই চিহ্নিত করতে পারি, সেই দলের সঙ্গেও তাঁর দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনোরকম সংস্রব নেই বলেই আমরা জানি। তবে সমসাময়িক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ময়দানে নেমে, সরাসরি সরকারি কর্মকাণ্ডের বিরোধীতা করতেও আমরা তাঁকে দেখিনি। তাই শংকরের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে! তাঁর বেশিরভাগ বই প্রকাশিত হয়েছে 'দেজ' ও 'সাহিত্যম্' থেকে। 'আনন্দ' থেকে হাতেগোনা কয়েকটা। প্রথমদিকের বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল 'বাক্-সাহিত্য' থেকে। প্রকাশকদের সঙ্গে শংকরের ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক খুবই ভালো। সাতের দশকে দে'জ কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে'র সঙ্গে পরিচয় হয় শংকরের। যে সম্পর্ক আজও অটুট। ১৯৭৬ সালের ২রা আগস্ট দে'জ থেকে প্রথম শংকরের বই ছাপা হয়। বইটা ছিল একটা ট্রিলজি উপন্যাস 'স্বর্গ-মর্ত-পাতাল'। আসাম, ত্রিপুরা হয়ে দিল্লিতেও বইটা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে এই বইয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে শততম সংস্করণ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত এই বইটির দু'লক্ষ কপির বেশি বিক্রি হয়ে গেছে। সত্যজিৎ রায় নিজে এই বইয়ের দু'টি কাহিনীকে তাঁর 'কলকাতা-ট্রিলজি' নির্মাণের অবলম্বন হিসেবে বেছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়েছিলেন। এরপর প্রকাশিত হয় 'এক ব্যাগ শংকর'। যার শততম সংস্করণ হয়, বিক্রি হয় এক লক্ষ কপির বেশি। সুধাংশুশেখর দে এক সাক্ষাৎকারে শংকর সম্পর্কে বলেছেন, -

> "এদিক থেকে আমি ভাগ্যবান যে এই রকম একজন লেখকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজকে আমাদের প্রকাশনাটা যেটুকু জায়গায় পৌঁছোতে পেরেছে, তার মধ্যে ওনার কৃতিত্ব অনেকটাই।"[১৩]

১৯৬২ সালে 'বাক্-সাহিত্য' থেকে প্রথমবার 'চৌরঙ্গী' উপন্যাস প্রকাশের পর ১৯৭৯ সালে "দে'জ পাবলিশিং" পুনরায় বইটা প্রকাশ করে। এছাড়া ইংরেজি, রাশিয়ান, ইটালিয়ান, ফরাসি, চিনা ও স্প্যানিশ ভাষায় 'চৌরঙ্গী' অনূদিত হয়। 'চৌরঙ্গী' প্রকাশের ৫০ বছরের মাথায় ১১১তম সংস্করণ হয়। আজ পর্যন্ত এটিই শংকরের সবচেয়ে বিক্রিততম বই। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'কত অজানারে' যখন প্রথম প্রকাশিত হত তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেওয়া 'কত অজানারে' নামটি ছিলনা। হাইকোর্টের চূড়ার একটি ছবি থাকত এবং 'হাইকোর্টের রোজনামচা' শিরোনামে রম্যরচনা হিসেবেই ছাপা হত। 'সুলোচনা' উপন্যাসের প্রচ্ছদ আর একটা বিজ্ঞাপনের পোস্টার যেন সমার্থক হয়ে যায়। সেখানে তিনি লিখে দিয়েছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত যে উপন্যাস লিখেছিলেন'/ 'ভূমিকা এবং মুখবন্ধ শংকর'। অর্থাৎ একটা বইকে মানুষের কাছে যতটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তিনি ততটাই করেছেন। বলেছেন, -

> "আমি একটু খুঁতখুতে বইয়ের অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে। সুযোগ পেলেই বই রি-রাইট করি, প্রুফ দেখে দিই।"[১৪]

'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইয়ের নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদে লেখা আছে, 'বাঙালির খোঁজে বিশ্বময়'; 'এযাবৎ অপ্রকাশিত লেখাসহ অর্ধশতাব্দী সংস্করণ'; 'লেখকের স্বাক্ষরিত' ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন প্রচ্ছদ শুধু প্রচ্ছদ নয়, বিজ্ঞাপনও বটে। ২০১২ সালে 'অচেনা চিন্ময়' বইটি এদেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার আগে ২০১১-তে নিউইয়র্ক থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখা ছিল 'অচেনা চিন্ময় : গাঁয়ের যোগী সাগর পারে'। নামের সঙ্গে বিষয়ের ইঙ্গিত, যাতে পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারে যে বইটার ভেতরে কী আছে! 'এক ব্যাগ শংকর' এধরনের নাম-পরিকল্পনাও লেখক শংকরের। কিন্তু সঙ্গে প্লাস্টিকের ব্যাগের দায়িত্ব ছিল প্রকাশকের। বইয়ের নাম নিয়ে শুচিবায়ুতা কাটানোর কথা বলেছেন তিনি। তাঁর বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্ন ছিল, -

> "ঠাকুরমার ঝুলি যদি আমাদের ঐতিহ্য হয় তবে আধুনিককালে ছোটদের গল্পের নাম কেন এক ব্যাগ শংকর দেওয়া যাবে না..."[১৫]

নিজের শৈলী সম্পর্কে বলেছেন, -

> "খাঁটি পাইলটদের আসল ক্ষমতা দুটো— এক, টেক অফ, মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার সময়। দুই, ল্যানডিং— আকাশ থেকে মাটিতে নামবার সময়। খাঁটি গল্পকারেরও দুটো গুণ— এক, গল্পের টেক অফ; দুই, গল্পের ল্যানডিং। এ-দুটো নিয়েই আমি সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাই।"[১৬]

বাংলা ভাষায় লেখা কোনও বই বাংলা ছাড়াও যখন অন্যান্য ভাষা-ভাষীর মানুষরা পড়েন কিম্বা পছন্দ করেন তখন সেই বইটি আলাদা মর্যাদা পেয়ে যায়। বোঝা যায় যে, বইটির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার একটা সার্বজনীক গ্রহণযোগ্যতা আছে। আমরা জানি, লেখক শেষ পর্যন্ত সব স্তরের পাঠকের কাছে পৌঁছতে চান। সে ইন্টেলেকচুয়াল পাঠক হোক কিম্বা সাধারণ পাঠক। শংকর সেদিক থেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রবাসী বাঙালিদের কাছেও তাঁর একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বিদেশেও শংকরের লেখা পেলে কেউ ছাড়তে চাননা। দে'জ পাবলিশিং-এর সঙ্গে শংকরের সম্পর্ক ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে। তাই প্রকাশনার কর্ণধারের বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য, -

> "শংকরের বই একবার প্রকাশিত হওয়ার পরে কিছুদিনের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়, তার আগে কিন্তু উনি আবার পুরোটা দেখেন। কোথাও কোনো নতুন লেখা যোগ করা বা কোথাও কিছু বাদ দেওয়া —এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু প্রতিবারই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশের আগে উনি করেন। ওনার এই অভ্যাস এখনও চলে আসছে। বই যেন সবসময় আপডেটেড থাকে এ ব্যাপারটা উনি সবসময় মাথায় রাখেন।"[১৭]

তার মানে কেবল সংস্করণের জন্য সংস্করণ নয়, শুধু মূল্যবৃদ্ধি করানোর জন্য সংস্করণ নয়। শংকরের প্রতিটি সংস্করণ প্রকৃত অর্থেই সংস্করণ। ব্যবসায়িক ফন্দি নয়, পাঠককে বোকা বানানো নয়। আনন্দবাজার সংস্থার মূল ভবনের খানিকটা পিছনেই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের অফিস। সেখানে উচ্চপদে আসীন ছিলেন শংকর। আনন্দবাজার সংস্থা এবং বিশেষভাবে 'দেশ'-এর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক এখনও অচ্ছেদ্য। পুজোসংখ্যার উপন্যাস, ধারাবাহিক উপন্যাস, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ-রম্যরচনা-তথ্যমূলক রচনা তিনি এই আনন্দবাজার সংস্থার বিভিন্ন প্রকাশনায় যে-পরিমাণে লিখেছেন তেমন আর কোনো কাগজে নয়। বিচিত্র রচনার সেই সম্ভারও বিপুল। বহুপাঠককে তৃপ্ত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে সেইসব রচনা। একজন সাহিত্যিকের অসম্ভব জনপ্রিয়তা বহু লেখকের মনে ঈর্ষা জাগায়। তাঁকে ঘিরে গোষ্ঠীবদ্ধ আক্রমণও চলতে থাকে পাশাপাশি। কিন্তু 'জনপ্রিয়তা' 'পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা' কোনো বস্তু নয়। 'যিনি পাঠক প্রিয় তিনিই জনপ্রিয়' শীর্ষক একটি রচনায় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হর্ষ দত্ত শংকরের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখেছেন, -

> "নানা গুণের সমাহারে অর্জন করতে হয় অবারিত জনপ্রিয়তা। পাঠক হাতে তুলে দেয়না। একজন স্রষ্টাকে জনপ্রিয় হতে গেলে এমনতর কঠিন অঙ্কের মধ্যদিয়ে যেতে হবে: বিষয়বস্তু + সহজ স্বাভাবিক পরিবেশনা + শিল্পিত রম্য নির্মাণ + কথনশৈলী + প্রতিনিয়ত জীবন + বিশ্বাসযোগ্যতা + আত্মদর্শন + রচয়িতার জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভব = জনপ্রিয়তা।"[১৮]

জনপ্রিয় উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, জনপ্রিয় উপন্যাস কালজয়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যগুণে সমকালকে হাতের মুঠোয় এনে 'বেস্টসেলার' লেখক হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। সেই কঠিন কাজটি শংকর সহজভাবে সুসম্পন্ন করে চলেছেন। শংকর কালজয়ী হবে কি না সেটা আমরা আজই বলতে পারব না। মহাকাল সেটা নির্ণয় করবে। কিন্তু শংকর নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন, -

> "মরে যাওয়ার পর পাঁচটা বছর যেন টিকে থাকতে পারি। আর সব পেশার লোকদের মৃত্যুর পর মৃত্যু আছে। লেখক সমাদৃত হলে তার নেই। বাংলা সাহিত্যে দেখুন না, বেস্টসেলার লেখকরা প্রায় সবাই মৃত। আমার খালি মনে হয়, জীবদ্দশায় যে যা বলছে বলছে। মৃত্যুর পর পাঁচটা বছর আমার পরীক্ষা। মিটারটা তো তখনই ডাউন হবে।"[১৯]

(৫)

শংকর নিজে একথা স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে দশ-বারো বছর বাংলা গদ্যের 'স্বর্ণযুগ' বা 'গোল্ডেন এজ'। এতগুলো অসাধারণ প্রতিভা আর কোনোদিন বাংলা সাহিত্যে এক সঙ্গে আসেনি। তারাশঙ্কর লিখছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, সৈয়দ মুজতবা আলী লিখছেন, শিব্রাম চক্রবর্তীর লিখছেন। সেখানে তিনি যে ঢুকতে পেরেছিলেন এটাই এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এবং এটা তাঁর ভাগ্যই বলা যায়। এ যুগের ঘন্টাধ্বনি, অন্তত শেষ ঘণ্টাবাদক হিসেবে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। 'কত অজানারে' বই হয়ে প্রকাশের পর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের মধ্যে পাঁচ বছরের ব্যবধান। অথচ তখন বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ চলছে। বিশ শতকের পাঁচের দশক, অনেকেই তখন বহাল তবিয়তে লিখে চলেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মনীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৮১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৭৫), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), বিনয় মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-২০০২), লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), অবধূত (১৯১০-১৯৭৮), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬), বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০), কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), নারায়ণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮), শক্তিপদ রাজগুরু (১৯২২-২০১৪), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), নারায়ণ সান্যাল (১৯২৪-২০০৫), গুণময় মান্না (১৯২৫-২০১০), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), লোকনাথ ভট্টাচার্য— এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা সম্ভব। আমরা সেই জটিলতায় যাবোনা। এটুকু বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বিশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মে এই স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকেরা তখনও উল্লেখনীয়ভাবে সৃষ্টিশীল। অন্যদিকে পাঁচের দশকের অসম্ভব জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা ‘কৃত্তিবাস’ প্রকাশিত হল ১৯৫৩ সালে। কৃত্তিবাসগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে বাংলা কবিতার আঙিনায় একদল তরুণতম কবি তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার কবিতা লেখা ছেড়ে গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসেবে সমান মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সময়ের হিসেবে কথাসাহিত্যিক শংকর (১৯৩৩) এই কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর সমসাময়িক। মাত্র কয়েকবছরের ব্যবধানেই এঁদের সকলের জন্ম। যাঁদের নাম স্মরণে আসছে তাঁরা হলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১-২০২১), আনন্দ বাগচী (১৯৩২-২০১২), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০), দীপক মজুমদার (১৯৩৪-১৯৯৩), তারাপদ রায় (১৯৩৬-২০০৭), উৎপলকুমার বসু (১৯৩৯-২০১৫) প্রমুখ সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। ‘রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজে’র কেউ কেউ তখনও জীবিত থাকলেও সাহিত্যে তাঁদের বিশেষ মন নেই। সাহিত্য-প্রভাবহীন পূর্বনির্দিষ্ট রাবীন্দ্রিক ছায়ার আড়ালে সকলে অবশিষ্ট জীবনের ম্লান-অবসর যাপনে রত। এছাড়া শংকরের সমবয়সী কয়েকজনের লেখাও বাংলার পাঠক মহলে সমানভাবে সমাদৃত ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৯), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), নিমাই ভট্টাচার্য (১৯৩১-২০২০), শঙ্কু মহারাজ (১৯৩১-২০০৪), মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬-২০২১), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬-১৯৭৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬), তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৬-১৯৯০), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯), দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), বাণী বসু (১৯৩৯), সুবিমল বসাক (১৯৩৯) এঁদের নাম করা যায়। এহেন নক্ষত্রখচিত সাহিত্যাকাশে কলম ধরতে চাওয়া নবীন কোনো লেখকের জন্য সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জ। কথাশিল্পী শংকরের পক্ষেও কাজটা সহজ ছিলনা। চিত্রা দেব মনে করেছেন, বাংলা উপন্যাসের উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ১৯৫১-২০০০ সালের মধ্যবর্তী এই অর্ধশতকে। যেখানে দাঁড়িয়ে সেরা বই বাছাই করা সহজ নয়। ‘দেশ’ পত্রিকার ১৯৯৮ সালের ২২ আগস্ট সংখ্যায় তিনি এই পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত মোট ৫০টি উপন্যাসের একটি তালিকাও দিয়েছেন। প্রত্যেক বছরের দু’একটা করে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকে তিনি সেই তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২০] উক্ত তালিকাটির সাহায্য নিয়ে আমরা সেই বিগত অর্ধশতকের জনপ্রিয় উপন্যাসের একটা তালিকা তৈরি করতে পারি।

বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাসের তালিকা (১৯৫০-২০০০)

ক্রম	প্রকাশকাল	উপন্যাস	রচয়িতা
১	১৯৫১	স্বাধীনতার স্বাদ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২	১৯৫১	উত্তরঙ্গ	সমরেশ বসু
৩	১৯৫১	কালের মন্দিরা	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪	১৯৫২	আরোগ্য নিকেতন	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫	১৯৫২	অগ্নিপরীক্ষা	আশাপূর্ণা দেবী
৬	১৯৫২	দেহমন	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
৭	১৯৫২	নয়নপুরের মাটি	সমরেশ বসু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮	১৯৫৩	যোগবিয়োগ	আশাপুর্ণা দেবী
৯	১৯৫৩	সাহেব বিবি গোলাম	বিমল মিত্র
১০	১৯৫৩	চেনামহল	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১১	১৯৫৪	অবিশ্বাস্য	সৈয়দ মুজতবা আলী
১২	১৯৫৪	প্রথম প্রহর	রমাপদ চৌধুরী
১৩	১৯৫৪	গৌড়মল্লার	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪	১৯৫৫	বারো ঘর এক উঠোন	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
১৫	১৯৫৫	নির্জন পৃথিবী	আশাপূর্ণা দেবী
১৬	১৯৫৫	নারী ও নিয়তি	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
১৭	১৯৫৬	দেওয়াল	বিমল কর
১৮	১৯৫৬	লালবাঈ	রমাপদ চৌধুরী
১৯	১৯৫৬	পাকা ধানের গান	সাবিত্রী রায়
২০	১৯৫৬	তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
২১	১৯৫৭	দ্বীপের নাম টিয়ারঙ	রমাপদ চৌধুরী
২২	১৯৫৭	গঙ্গা	সমরেশ বসু
২৩	১৯৫৭	কলকাতার কাছেই	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
২৪	১৯৫৮	তুমি সন্ধ্যার মেঘ	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫	১৯৫৮	শতকিয়া	সুবোধ ঘোষ
২৬	১৯৫৯	অগ্নীশ্বর	বনফুল
২৭	১৯৫৯	ছাড়পত্র	আশাপূর্ণা দেবী
২৮	১৯৫৯	বিদূষক	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২৯	১৯৫৯	বহ্নিকন্যা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৩০	১৯৬০	উপকণ্ঠে	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৩১	১৯৬১	প্রথম লগ্ন	আশাপূর্ণা দেবী
৩২	১৯৬১	নয়ানবউ	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩৩	১৯৬২-৬৩	কড়ি দিয়ে কিনলাম	বিমল মিত্র
৩৪	১৯৬২	অন্তর্জলী যাত্রা	কমলকুমার মজুমদার
৩৫	১৯৬২	অপরাহ্ন	বিমল কর
৩৬	১৯৬২	বনপলাশীর পদাবলী	রমাপদ চৌধুরী
৩৭	১৯৬২	কাল তুমি আলেয়া	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৩৮	১৯৬৩	একক দশক শতক	বিমল মিত্র
৩৯	১৯৬৩	খড়কুটো	বিমল কর
৪০	১৯৬৩	কুমারসম্ভবের কবি	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১	১৯৬৪	পৌষ ফাগুনের পালা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৪২	১৯৬৪	প্রথম প্রতিশ্রুতি	আশাপূর্ণা দেবী
৪৩	১৯৬৪	মল্লিকা	বিমল কর
৪৪	১৯৬৫	বিবর	সমরেশ বসু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৫	১৯৬৫	সূর্যসাক্ষী	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
৪৬	১৯৬৫	তুঙ্গভদ্রার তীরে	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭	১৯৬৬	সুবর্ণলতা	আশাপূর্ণা দেবী
৪৮	১৯৬৬	বেগম মেরী বিশ্বাস	বিমল মিত্র
৪৯	১৯৬৬	চলো কলকাতা	বিমল মিত্র
৫০	১৯৬৬	আত্মপ্রকাশ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৫১	১৯৬৭	পূর্ণ অপূর্ণ	বিমল কর
৫২	১৯৬৭	যদুবংশ	বিমল কর
৫৩	১৯৬৭	প্রজাপতি	সমরেশ বসু
৫৪	১৯৬৭	স্বীকারোক্তি	সমরেশ বসু
৫৫	১৯৬৭	রাখাল ও রাজকন্যা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৫৬	১৯৬৭	যুবক-যুবতীরা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৫৭	১৯৬৭	ঘুণপোকা	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
৫৮	১৯৬৭	হলুদ বসন্ত	বুদ্ধদেব গুহ
৫৯	১৯৬৮	এখনই	রমাপদ চৌধুরী
৬০	১৯৬৮	কেরী সাহেবের মুন্সী	প্রমথনাথ বিশী
৬১	১৯৬৮	অরণ্যের দিনরাত্রি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৬২	১৯৬৯	পাতক	সমরেশ বসু
৬৩	১৯৬৯	কুবেরের বিশয় আশয়	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৬৪	১৯৭০	পিকনিক	রমাপদ চৌধুরী
৬৫	১৯৭০	শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মা'কে	সন্তোষকুমার ঘোষ
৬৬	১৯৭১	কোয়েলের কাছে	বুদ্ধদেব গুহ
৬৭	১৯৭১	পারাপার	শীর্ষেদু মুখোপাধ্যায়
৬৮	১৯৭১	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৯	১৯৭২	অসময়	বিমল কর
৭০	১৯৭২	শূন্যের উদ্যম	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
৭১	১৯৭৩	বকুলকথা	আশাপূর্ণা দেবী
৭২	১৯৭৩	স্ট্রাইকার	মতি নন্দী
৭৩	১৯৭৪	খারিজ	রমাপদ চৌধুরী
৭৪	১৯৭৪	বিশ্বাসঘাতক	নারায়ণ সান্যাল
৭৫	১৯৭৪	বারান্দা	মতি নন্দী
৭৬	১৯৭৪	হাজার চুরাশির মা	মহাশ্বেতা দেবী
৭৭	১৯৭৪	ন হন্যতে	মৈত্রেয়ী দেবী
৭৮	১৯৭৫	অরণ্যের অধিকার	মহাশ্বেতা দেবী
৭৯	১৯৭৫	অলৌকিক জলযান	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮০	১৯৭৬	যাও পাখি	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
৮১	১৯৭৬	মানুষ খুন করে কেন	দেবেশ রায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮২	১৯৭৬	বিনিদ্র	দিব্যেন্দু পালিত
৮৩	১৯৭৭	বীজ	রমাপদ চৌধুরী
৮৪	১৯৭৭	একা	দিব্যেন্দু পালিত
৮৫	১৯৭৮	আবহমান কাল	অসীম রায়
৮৬	১৯৭৮	অপারেশন বসাই টুডু	মহাশ্বেতা দেবী
৮৭	১৯৭৮	প্রেম নেই	গৌরকিশোর ঘোষ
৮৮	১৯৭৮	উত্তরাধিকার	সমরেশ মজুমদার
৮৯	১৯৮০	ঝিনুকের পেটে মুক্ত	বোধিসত্ত্ব মৈত্র
৯০	১৯৮১	ঈশ্বরের বাগান	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯১	১৯৮১	আকাশের নীচে মানুষ	প্রফুল্ল রায়
৯২	১৯৮১	সেই সময়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৯৩	১৯৮২	সহযোদ্ধা	দিব্যেন্দু পালিত
৯৪	১৯৮২	জনকগণ	তৃণা চৌধুরী
৯৫	১৯৮৩	মানুষের ঘরবাড়ি	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬	১৯৮৪	রাজনগর	অমিয়ভূষণ মজুমদার
৯৭	১৯৮৫	রামচরিত্র	প্রফুল্ল রায়
৯৮	১৯৮৫	রহু চণ্ডালের হাড়	অভিজিৎ সেন
৯৯	১৯৮৫	রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে	কেতকী কুশারী ডাইসন
১০০	১৯৮৫	লোটাকম্বল	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
১০১	১৯৮৭	ফুলবউ	আবুল বাশার
১০২	১৯৮৮	অলীক মানুষ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
১০৩	১৯৮৮	তিস্তাপারের বৃত্তান্ত	দেবেশ রায়
১০৪	১৯৮৮	পূর্ব-পশ্চিম	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১০৫	১৯৮৯	ময়ূরাক্ষী, তুমি দিলে	হর্ষ দত্ত
১০৬	১৯৯১	রসিক	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
১০৭	১৯৯২	দেখি নাই ফিরে	সমরেশ বসু
১০৮	১৯৯৩	হারবার্ট	নবারুণ ভট্টাচার্য
১০৯	১৯৯৪	গায়ত্রী সন্ধ্যা	সেলিনা হোসেন
১১০	১৯৯৫	খোয়াবনামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
১১১	১৯৯৫	বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা	আফসার আহমেদ
১১২	১৯৯৬	মৈত্রেয় জাতক	বাণী বসু
১১৩	১৯৯৮	কাছের মানুষ	সুচিত্রা ভট্টাচার্য
১১৪	১৯৯৮	যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল	জয় গোস্বামী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে শংকর এই সময়ের লেখক। সাধারণ লেখক নন, জনপ্রিয় একজন লেখক। নক্ষত্রখচিত মহাকাশে তিনিও এক নক্ষত্র বিশেষ। সিনেমা বা চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। কাগজে ছাপা বইয়ের তুলনায় খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে সিনেমা। পাঁচের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় উপন্যাসগুলো অবলম্বন করে সিনেমা তৈরি হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী' সিনেমার বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা সকলেই জানে। জনপ্রিয় উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে রূপান্তর। যেমন উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন, নাট্যরূপান্তর ইত্যাদি। উপরের তালিকায় এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেগুলো থেকে এক বা একাধিক সিনেমার চিত্রনাট্য নির্মিত হয়েছে। অনেকগুলোর নাট্যরূপান্তর হয়েছে। শংকরের 'চৌরঙ্গী' নিয়ে পিনাকিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮ সালে ছবি করেছিলেন। স্বয়ং উত্তমকুমার হয়েছিলেন স্যাটা বোস, শংকরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'কলকাতা ত্রয়ী' সিরিজের প্রথম কাহিনিটি নিয়েছিলেন শংকরের 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাস থেকে। এরপর ১৯৭৫ সালে 'জনঅরণ্য' রিলিজ করে। এখানেও উপন্যাসের রচয়িতা শংকর। ১৯৭৬ সালে শংকরের 'সম্রাট ও সুন্দরী' উপন্যাসের বিশ্ববাণী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে বিমল রায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্ররূপ পায় 'সম্রাট ও সুন্দরী'। 'সম্রাট ও সুন্দরী' উপন্যাস নাটকও হয়েছে। এছাড়া শংকরের 'সোনার সংসার' নিয়ে সিনেমা হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক শংকরের প্রথম উপন্যাস 'কত অজানারে' নিয়ে সিনেমা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলে শুটিং শুরু হয়েছিল। কিন্তু কাজটি আজও অসমাপ্ত। জনপ্রিয়তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ। সেদিক থেকে 'চৌরঙ্গী' জনপ্রিয় বৈকি! 'The Great Unknown' নামে 'কত অজানারে'র অনুবাদ করেছেন সোমা দাস। পেঙ্গুইন থেকে 'জনঅরণ্য' উপন্যাসের অনুবাদ 'The Middleman' প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার ঝুটঝামেলা কেটে গেলে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হল। মেয়েরাও জীবিকার তাগিদে, সাংসারিক প্রয়োজনে, অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় গৃহস্থালির বাইরে বেরোল। উনিশ শতক থেকে অভিজাত বাঙালি পরিবারের মেয়েরা কমবেশি স্কুলগামী হয়েছিল। স্বাধীনতার পর তাদের সংখ্যা বাড়ল। মেয়েরা শিক্ষার আঙিনায় পা রাখল। তখন বাঙালি পাঠকমহলে মেয়েরা শুধু অংশগ্রহণ করলো তাই নয়, নিজেরা সচেষ্ট হয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিল। এতকাল পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েদের দেখে এসেছে বাঙালি পাঠক। এবার সর্বাঙ্গীনভাবে মেয়েদের কথা মেয়েদের কাছ থেকে শোনবার সুযোগ পেল বাঙালি। এভাবেই বাংলা উপন্যাসে মহিলা ঔপন্যাসিকদের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছে। যা জনপ্রিয় ধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সমালোচকের মতে, -

> "বাংলা উপন্যাস শিল্পে পুরুষ প্রাধান্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও নির্দ্বিধায় একথা উচ্চারণ করা যায় যে স্বর্ণকুমারীর কাল থেকে অনুরূপা-নিরুপমা-শান্তা-সীতা-জ্যোতির্ময়ী-আশালতা হয়ে আশাপূর্ণা-প্রতিভা থেকে সাম্প্রতিকতম অনীতা-অহনা পর্যন্ত অসংখ্য উদ্দীপনাসঞ্চারী লেখিকার অভাব ঘটেনি। হয়তো সকলের মান উচ্চকোটির নয়; কিন্তু এক সময়কার সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধকালেও যেমন চতুঃপার্শ্বস্থ পটভূমির কথা অক্লেশে লেখিকাদের রচনায় ভরে উঠেছে। অনুরূপভাবে মহাযুদ্ধ সমকালীন মহাযুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সময়, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল, স্বাধীনতা-উত্তর সঙ্কট এবং সত্তরের উত্তরকাল ও পরবর্তী নানান সংশয়-সংঘাত-বিচ্ছিন্নতা-সন্নিহিত দুঃসময় নারীদের গৃহস্থালীর বৃত্ত থেকে কখনো বৃত্তির কারণে আত্মরক্ষা... উল্লিখিত প্রেক্ষিত উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে... এগুলির কোনোটিকেই কম গুরুত্ব দেওয়া চলে না"[২১]

পরবর্তীকালে এই ধারাটি সচল রাখেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল আমি রাই কিশোরী (১৯৮৯), কাঁচের দেওয়াল (১৯৯৩), হেমন্তের পাখি (১৯৯৭), গভীর অসুখ (১৯৯৮), কাছের মানুষ (১৯৯৮), দহন (১৯৯৮), পরবাস (১৯৯৯), অন্য বসন্ত (২০০০), অলীক সুখ (২০০২), আয়নামহল (২০০৬), অর্ধেক আকাশ (২০১২) ইত্যাদি। এরপর ১৯৮৮ সালে 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' লিখে সাড়া ফেলেন বাণী বসু। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হল শ্বেতপাথরের থালা (১৯৯০), গান্ধর্বী (১৯৯৩), একুশে পা (১৯৯৪), মৈত্রেয় জাতক (১৯৯৯), অষ্টম গর্ভ (২০০০), খনামিহিরের ঢিপি (২০০৯) ইত্যাদি। এছাড়া আমরা নবনীতা দেবসেন, কণা বসু মিশ্র, অনীতা অগ্নিহোত্রীর কথাও স্মরণে রাখবো। যাঁরা মেয়েদের হয়ে মেয়েদের কথা

তুলে ধরেছেন। উপরের অধিকাংশ উপন্যাস থেকেই সিনেমা তৈরি হয়েছে। ঋতুপর্ণ ঘোষ থেকে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ সেখানে পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শংকরের প্রথম লেখা থেকেই তিনি মেয়েদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘কত অজানারে’ বা ‘চৌরঙ্গী’ পড়লেই তা বোঝা যায়। কেবল মেয়েদের কাহিনি নিয়েও কিছু উপন্যাস লিখেছেন। যেমন বিত্তবাসনা, বাংলার মেয়ে, নগর নন্দিনী, সীমন্ত সংবাদ, ইত্যাদি। জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারায় ট্রিলজি একটি নতুন সংযোজন। যুগল উপন্যাস, ত্রয়ী উপন্যাস রচনায় এই লেখকরা অনেকটা অভ্যস্ত। শংকরের এমন অনেক উপন্যাস পাওয়া যাবে যেগুলো নেহাত কাহিনির ভিত্তিতে একই মলাটে জায়গা পায়নি। অর্থাৎ উপন্যাসগুলোর কাহিনিতে একটির সঙ্গে অপরটির যোগসূত্র একেবারেই নেই। সম্পূর্ণ আলাদা কাহিনি কিন্তু বিষয়গত সাদৃশ্য বা বক্তব্যের অভিন্নতার কারণেই সেগুলি ট্রিলজি। এতে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটিও নজর কাড়ে। একই মলাটে পাঠকের কাছে দুটো বা তিনটে উপন্যাস পৌঁছে যায়। বইয়ের বিক্রি বাড়ে, পাঠকের কাছেও পৌঁছোয়; একইসঙ্গে প্রচার ও প্রসার। শংকরের এমন কিছু ‘যুগল উপন্যাস’ হল— ১. তনয়া (সীমন্ত সংবাদ ও নগরনন্দিনী), ২. তীরন্দাজ (তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট), ৩. মনজঙ্গল (মনোভূমি ও মনজঙ্গল) আর ‘ত্রয়ী উপন্যাস’ হল—১. সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে (বিত্তবাসনা, সোনার সংসার, সম্রাট ও সুন্দরী), ২. কথাসাগর (কাজ, এবিসিডি লিমিটেড, মানসম্মান), ৩. জন্মভূমি (স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ, বোধোদয়), ৪. স্বর্গ-মর্ত-পাতাল (জনঅরণ্য, সীমাবদ্ধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা) ইত্যাদি। বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে একসময় তিনি ছিলেন ডানলপের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের PRO (Public Relations Officer)। বাংলায় যাকে আমরা ‘জনসংযোগ আধিকারিক’ বলি। একটা প্রতিষ্ঠানের পাবলিক ইমেজ তাঁর রেসপন্সিবিলিটির উপরই নির্ভর করে। জীবনের প্রথমপর্বে তিনি ছিলেন বারওয়েল সাহেবের PSO (Personal Security Officer)। তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে এখনও যাঁরা জীবিত, শংকর তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম। শীর্ষেন্দুর বয়স ৮৮ বছর, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়েরও ৮৮ বছর। আর শংকরের বয়স ৯২ বছর। হর্ষ দত্ত ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের অধীনস্ত ‘সাহিত্য অকাদেমি’র বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অ্যাডভাইসারি বোর্ডের মেম্বার হয়েছিলেন। অবাক হয়ে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, বেশ কয়েকজন অপ্রধান বাঙালি লেখক অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদানও যৎসামান্য। অথচ, দু’জন প্রধান লেখক এই সম্মান পাননি। অথচ বাংলা সাহিত্যের টার্নিং পয়েন্ট বা বাঁক নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরা বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। সেই দু’জন হলেন কথাসাহিত্যিক শংকর ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রথমজনের সাহিত্য বাংলা ও বাঙালির দর্পণ। আর দ্বিতীয়জন অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ধারাটিকে পুন:প্রবাহিত করেছেন। দু’জনের লেখাই সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সাহিত্যের রসভাণ্ডার’টিকে তাঁরা প্রতিভা ও স্বকীয়তায় পূর্ণ করেছেন। স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেক পরে। ২০১৮ সালে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ‘শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পেয়েছেন। শংকর ২০২০ সালে তাঁর স্মৃতিকথা ‘একা একা একাশি’র জন্য পেয়েছেন ‘সাহিত্য অকাদেমি’ সম্মাননা।

Reference:

১. https://www.britannica.com/art/popular-literature
২. Victor E. Neuburg, Popular Literature : A History and Guide, The WOBURN Press, 1977, p. 301
৩. প্রশান্ত দত্ত সম্পাদিত, ‘আমার বর্ণমালা’ সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা ২০২১, পৃ. ৪৩
৪. J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms And Literary Theory, A John Wiley & sons, Ltd., publication, 5th Edition 2013, p. 548
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাস সৃষ্টি না উৎপাদন, সম্পাদক অশোককুমার সেন, কলকাতা, বারমাস পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৯৯০, পৃ. ১০১
৬. তদেব, পৃ. ১০১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 283 - 301
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. ইন্দ্রাণী রুজ, জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস ও শংকরের চৌরঙ্গী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৯, পৃ. ১১
৮. সুমন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ‘দেশ’ পত্রিকা, ‘কথা ও সাহিত্য’ বিশেষ সংখ্যা, ১৭ই জুলাই ২০১৮, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ১৭
১০. প্রশান্ত দত্ত সম্পাদিত, ‘আমার বর্ণমালা’ সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা ২০২১, পৃ. ২৫
১১. শংকর, দুঃসময়ের দিনলিপি, দে’জ, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২০, মুখবন্ধ অংশ
১২. প্রশান্ত দত্ত সম্পাদিত, ‘আমার বর্ণমালা’ সাহিত্য পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা ২০২১, পৃ. ৩৯
১৩. তদেব, পৃ. ২২
১৪. তদেব, পৃ. ১৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৬
১৬. আমার বর্ণমালা, পৃ. ১৬
১৭. তদেব, পৃ. ২৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩৩
১৯. আমার বর্ণমালা, পৃ. ৬
২০. দেশ, ৫ ভাদ্র, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫
২১. সমরেশ মজুমদার, গল্প উপন্যাসে অন্তর্জীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩২২